স্বর্গীয় সতীশচন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত

হ্যানিম্যান হল

মুর্শিদাবাদ জেলার আদি ও শ্রেষ্ঠতম
হোমিও প্রতিষ্ঠান

হোমিওপ্যাথিক ও বাইওকেমিক ঔষধ কলিকাতার দরে বিক্রয় হয়। পাইকারী গ্রাহকদের বিশেষ সুযোগ ও সুবিধা দেওয়া হয় আমরা যত্নের সহিত ভি. পি. যোগে মফঃস্বলে ঔষধ সরবরাহ করি।

হোমিও পেটেন্ট **"আইওলিন"**
চক্ষু ওঠায় ফল সুনিশ্চিত।

হ্যানিম্যান হল, খাগড়া, মুর্শিদাবাদ

বিঃ দ্রঃ—কোন ব্রাঞ্চ নাই।

Registered
No. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

বহরমপুর এক্সরে ক্লিনিক

জল গম্বুজের নিকট

পোঃ বহরমপুর ঃ মুর্শিদাবাদ

জেলার প্রথম বেসরকারী প্রচেষ্টা

★ বিশেষ যত্ন সহকারে রোগিদের এক্সরের সাহায্যে রোগ পরীক্ষা করিয়া ব্যবস্থা করা হয়।

★ যথা সত্বর কাজ করা আমাদের বিশেষত্ব।

★ কলিকাতার মত এক্সরে করা হয়।

★ দিবারাত্রি খোলা থাকে।

জেলাবাসীর সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

৫১শ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ, মুর্শিদাবাদ—৬ই শ্রাবণ বুধবার, ১৩৭১ ইংরাজী 22nd July 1964 | ১০ম সংখ্যা

সকল ঘরের তরে...

দীপ্তি লণ্ঠন

ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রিজ লিঃ ৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২

C. P. Sarma

রান্নায় আনন্দ

এই কেরোসিন কুকারটির অভিনবত্ব রন্ধনের ভীতি দূর করে রন্ধন-প্রীতি এনে দিয়েছে।

রান্নার সময়েও আপনি বিশ্রামের সুযোগ পাবেন। কয়লা ভেঙে উনুন ধরাবার পরিশ্রম নেই, অস্বাস্থ্যকর ধোঁয়া না থাকায় ঘরে ঘরে ঝুলও পড়বে না।

জটিলতাহীন এই কুকারটির সহজ ব্যবহার প্রণালী আপনাকে তৃপ্তি দেবে।

- ধুলা, ধোঁয়া বা ঝঞ্ঝাটহীন।
- স্বল্পমূল্য ও সম্পূর্ণ নিরাপদ।
- যে কোনো অংশ সহজলভ্য।

খাস জনতা

কেরোসিন কুকার

নিপুণতা আনার।

দি ওরিয়েন্টাল মেটাল ইণ্ডাষ্ট্রীজ প্রাইভেট লিঃ
৭৭, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ও তৈলাদির নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠান

ব্রজশশী আয়ুর্ব্বেদ ভবন

কবিরাজ শ্রীরোহিণীকুমার রায়, বি-এ, কবিরত্ন, বৈদ্যশেখর
রঘুনাথগঞ্জ — মুর্শিদাবাদ

সবচেয়ে সুবিধায় বই কিনতে হ'লে
জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান ষ্টুডেন্টস্-ফেভারিট-এ আসুন।

রঘুনাথগঞ্জ (বাস ষ্ট্যাণ্ড)

আমাদের বিশেষত্ব :—

- এক সঙ্গে সেট বই সরবরাহ করা
- শিক্ষক ও ছাত্র-ছাত্রীদের নানাবিধ সুবিধা দেওয়া
- ছাত্র-ছাত্রীদের উপযুক্ত পাঠ্য ও অর্থপুস্তক নির্ব্বাচনে সহায়তা করা
- আমাদের সততায় সকলের সহানুভূতি লাভ করা।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ।

জঙ্গিপুর সংবাদ

৬ই শ্রাবণ বুধবার সন ১৩৭১ সাল।

চোরের পদোন্নতি

—•—

কবিবর মহাত্মা তুলসীদাস বহুদিন পূর্ব্বে লিখিয়া গিয়াছেন—

সাচ্ কহে তো মারে লাঠ্ঠা
ঝুটি জগৎ ভুলায়।
গো-রস গলি গলি ফিরে
সুরা বৈঠল্ বিকায়।
চোর কো ছোড়ে সাধকো বাঁধে
পথিক কো লাগাওয়ে ফাঁসি।
ধন্য কলিযুগ তেরী তামাসা
দুখ লাগে আউর হাঁসি।

অর্থ—সত্যকথা যে বলে তাকে লাঠির প্রহার খাইতে হয়। মিথ্যা কথায় জগৎ ভোলে। দুগ্ধ বিক্রেতা "দুধ নেবে গো, দুধ নেবে গো" বলিয়া গলি গলি ফিরিতেছে। মদ্য বিক্রেতা বসিয়া বসিয়া মদ বিক্রয় করিতেছে। চোরকে ছাড়িয়া দিয়া সাধুকে বন্ধন করিতেছে। পথিককে বিনা দোষে ফাঁসে ফেলিতেছে। এই সব দেখিয়া কবি বলিতেছেন—রে কলিযুগ! তোর তামাসা দেখিয়া দুঃখও হইতেছে হাসিও পাইতেছে।

১৬৩১ সংবতে সাধু তুলসীদাস তাঁহার হিন্দী রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। বর্ত্তমান বর্ষে সংবৎ ২০২১।২০২২। উল্লিখিত দোঁহা যদি সেই সময়ে রচিত হইয়া থাকে, তাহা হইলেও উহা ৩৯০ বৎসর পূর্ব্বের কথা। সেই সময়ে যদি দেশের দশা ঐ প্রকার থাকে, বর্ত্তমানে অনুমান করুন উহার কত উন্নতি হইয়াছে।

সরকার অন্যায়, অত্যাচার, দুর্নীতি নিবারণ জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে শান্তি শৃঙ্খলা সুনীতি স্থাপনার্থে বহু বিভাগে বহু লোক নিয়োগ করিয়াছেন। ফলে কি হইতেছে তাহা সকলেই অনুধাবন করিতেছেন। প্রত্যেক বিভাগেই বিভাগ বণ্টনের ব্যবস্থা প্রকাশ্য দিবালোকে চলিতেছে। কে কাহাকে ধরিবে!

কেন এমন হয়? দেশে কি সুনীতি-সম্পন্ন লোক নাই? একজন হাস্যরসিক ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়াছেন—সুনীতি-সম্পন্ন (moralist—মরালিষ্ট) লোক না থাকা নয়, তবে তাদের নাম মড়া-লিষ্টেই আছে, জ্যান্ত লিষ্টে তাদের নাম দেখিতে পাইবেন না।

বহুদিন পূর্ব্বে কলিকাতায় এক খৃষ্টধর্ম্মযাজক পাদরী সাহেব ছিলেন। তাঁহার একখানি টম-টম ও একটী ঘোড়া ছিল। ঘোড়ার জন্য সহিস রাখিতে হইয়াছিল। সহিস ঘোড়ার কাজ খুব ভাল জানে। ঘোড়াকে দলাই, মলাই, খর্‌রা বুরুষ রীতিমত করিয়া থাকে। দুবেলা ফরাকৎ স্থানে হাওয়া খাওয়াইয়া বেড়ায়। সহিস ঘোড়ার যত্ন করা ব্যাপারে খুব তৎপরতা দেখাইয়া সাহেবের দেল খোস করে। ঘোড়ার যে দানা বরাদ্দ করা আছে সহিস তাহা হইতে কিছু কিছু বাঁচাইয়া বাজারে বিক্রয় করিয়া দু' পয়সা উপরি রোজগার করে। ঘোড়ার দানা কম হওয়ায় ঘোড়াটী ক্রমশঃ দুর্ব্বল হইতে লাগিল। পাদরী সাহেব ঘোড়াকে ভাল ভাল ডাক্তার ডাকিয়া দেখাইলেন। প্রত্যেকেই মত দিলেন—ঘোড়ার কোনও ব্যারাম নাই। একজন ডাক্তার সাহেবকে গোপনে বলিলেন—বোধ হয় সহিস দানা চুরি করে। একটু নজর রাখিবেন। পাদরী সাহেব একদিন সহিসের অনুপস্থিতিতে তাহার (সহিসের) ঘর অনুসন্ধান করিয়া দেখিলেন—সহিসের তক্তাপোষের নীচে দুটী টিন ভরা শুক্‌নো ছোলা। সহিস আসিলে সাহেব তাহাকে তাহার ঘরে লইয়া গিয়া টিন দুটী বাহির করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—'এ কোন্ চিজ হ্যায়?'

সহিস—হোজুর হামারা কুছ্ জবাব নেহি।
ক্যা বোলেঙ্গে? বা-মাল পাকড়া গিয়েঁ।

সাহেব—তোমারা জবাব। চোট্‌ঠা নাহি রাখেঙ্গে।
সাহেব সহিসের পাই পয়সা বেতন মিটাইয়া দিলেন।

সহিস—হোজুর! দুসরে মনিব কা পাশ যেইসে হামরা নোকরী মিলে, মেহেরবানী করকে এগো সাটিকপিটিক (সার্টিফিকেট) দিজীয়ে।

সাহেব—ক্যা সার্টিফিকেট দেগা? তোম চোট্‌ঠা হ্যায়। হাম কুছ্ নাই দেঙ্গে।

সহিস—হোজুর! ওহি বাৎ লিখ্ দিজীয়ে—সহিস ঘোড়াকা কাম আচ্ছা জান্‌তা হ্যায়। বা কি চোর হ্যায়। ঘোড়াকা দানা চোরী কিয়া—উসি ওয়াস্তে ইস্‌কা জবাব দিয়া। আপ্ পাদরী হ্যায় সাচ্ বাত লিখ্ দিজীয়ে।

সাহেব আর কোন আপত্তি করিলেন না। সহিস সাহেবের সার্টিফিকেট লইয়া তাঁহাকে এক সেলাম দিয়া বিদায় হইল।

তখন কলিকাতায় ধর্ম্মতলা অঞ্চলে কুক সাহেবের আড়গড়া, হার্ট ব্রাদার্সের আড়গড়ার মত আস্তাবল ছিল। এই সব আস্তাবলে ৫০০।৭০০ ঘোড়া থাকিত। লোকে ভাড়া দিয়া ঘোড়া পাইত। সহিস এই রকম এক আড়গড়ায় গিয়া, ম্যানেজার সাহেবকে সেলাম দিয়া চাকরী প্রার্থী হইল।

ম্যানেজার—তোম্ কোন্ কাম্ জান্‌তা হ্যায়?

সহিস—হোজুর! হাম্ সহিস

ম্যানেজার—তোমারা কুছ সার্টিফিকেট হ্যায়

সহিস—হ্যায় হোজুর!

পাদরী প্রদত্ত সার্টিফিকেটখানি সহিস ম্যানেজারের হাতে দিয়া সেলাম করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিল। ম্যানেজার সাহেব সার্টিফিকেটখানি পড়িয়া একটু মুচকি হেসে সহিসকে অপেক্ষা করিতে বলিলেন। যখন সব লোক চলিয়া গেল তখন সহিসের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন।

ম্যানেজার—তোম্ দানা চোরী করনে সাকৃতা হ্যায়!

সহিস—হোজুর! উসি ওয়াস্তে মেরী নকরী ছুট গিয়া।

ম্যানেজার—হামরা আস্তাবলমে যো সর্দ্দার সহিস হ্যায়, হারামজাদ বুড্‌ঢা পাঁচ ওক্‌ত নমাজ পড়তা হ্যায়। বোল্‌তা হ্যায়—উপর খোদা হ্যায়। ও কাম হাম্‌সে হোগা নেহি। কাল্‌সে উস্‌কো "ইন্‌ভ্যালিড্" (অক্ষম) বোল্‌কে বরখাস্ত করে গা। তোম্‌কো সর্দ্দার সহিস বানা দেগা। পান্‌সো ঘোড়া হ্যায়। তোম্‌সে হামসে

বখরা হোগা—মেরে দশ আনা তুমারা ছ' আনা।

সহিস—হোজুরকা বিচার হ্যায়। বান্দা ইস্‌মে বহুৎ খুসী।

সহিস একটী ঘোড়ার দানা চুরি করিয়া চাকরী খাওয়াইয়াছে। এখন ৫০০।৭০০ ঘোড়ার দানা তার হাতে। ২ বৎসরের মধ্যে কলিকাতায় একটী বাড়ী করিল। একদিন ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট দিয়া সর্দ্দার সহিসের পোষাক পরিচ্ছদ পরিয়া যাইতে যাইতে তাহার সাবেক মুনিব পাদরী সাহেবকে দেখিয়া সেলাম করিতেই ; পাদরী তাহার চোর সহিসের পদমর্য্যাদা দেখিয়া অবাক হইয়া বলিলেন—সহিস, তোম্ তো বড়ে কোম্পানি কা সর্দ্দার সহিস বন্ গিয়া।

সহিস—হোজুর কা সাটিকপিটিক মে।

পাদরী—হাম্ তো তোম্‌কো দানা-চোর লিখ্ দিয়া। উসি মে নোকরী হুয়া ?

সহিস—হোজুর আপ্ ঘোড়াকা মালিক হ্যায়, আপ্‌কা ঘোড়া দুব্‌লা হো যাতা। ঘোড়াকা দরদ বুঝকে চোঠঠা সহিস কো জবাব দিয়া। যাঁহা ঘোড়াকা মালিক নেহি হ্যায়, নোকর নোকর খাটাতা হ্যায়। আউর বড় নোকর ভি রিশবৎ (ঘুষ) খানেবালা হ্যায় তাঁহা মেরা মাফিক চোঠ্‌ঠাকা সুবিস্তা।

এই সহিসের পদোন্নতি দেখিলেই কালের মাহাত্ম্য আর দেশের দশা বুঝিতে কষ্ট হইবে না।

পঞ্চদশ বার্ষিক বনমহোৎসব

গত ১৭ই জুলাই শুক্রবার অপরাহ্ণ ৫ ঘটিকায় জঙ্গিপুর ফৌজদারী আদালত প্রাঙ্গণে মহকুমা শাসক শ্রীবিমলকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের সভাপতিত্বে পঞ্চদশ বার্ষিক বনমহোৎসব উদ্‌যাপিত হইয়াছে। সভাপতি মহাশয় উক্ত প্রাঙ্গণে একটী কৃষ্ণচূড়ার গাছ রোপণ করেন। প্রবল বৃষ্টির জন্য সভার কার্য্য ব্যাহত হয়। এই অনুষ্ঠানে সরকারী কর্ম্মচারিগণ, স্কুলের ছাত্রছাত্রীগণ ও সহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিগণ যোগদান করিয়াছিলেন।

শিক্ষকের সাফল্য

জঙ্গিপুর মহকুমার সাগরদীঘি থানার বন্যেশ্বর ইউনিয়নের অনুপপুর গ্রামের অধিবাসী জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অন্যতম শিক্ষক শ্রীআবদুল বারি সাহেব এবার ডব্লিউ-বি-সি-এস পরীক্ষায় সসম্মানে প্রথম স্থান লাভ করিয়াছেন। সাধারণ গৃহস্থ ঘরে জন্মগ্রহণ করিয়া তিনি বাল্যকাল হইতেই নম্র, মেধাবী ও বিনয়ী ছিলেন। তিনি আই-এ পরীক্ষায় জঙ্গিপুর কলেজ হইতে সেকেণ্ড গ্রেড স্কলারসিপ সহ উত্তীর্ণ হন। ইকনমিক্‌সে অনার্স লইয়া বি-এ পাশ করার পর জঙ্গিপুর উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিতেছেন। তাঁহার সাফল্যের জন্য আমরা বিশেষ আনন্দিত হইয়াছি। তিনি উত্তরোত্তর উন্নতি লাভ করুন ইহাই কামনা করি।

ট্রেণে চুরি

সম্প্রতি খাগড়াঘাট ষ্টেশন হইতে কাটোয়ার মধ্যে ট্রেণে ঘন ঘন চুরি হওয়ার ফলে জঙ্গিপুর মহকুমার যে সকল বড় বড় ব্যবসায়ী টাকা পয়সা লইয়া কলিকাতায় যাতায়াত করেন, তাঁহারা আতঙ্কিত হইয়া পড়িয়াছেন। গত ১২ই জুলাই ৩৩২নং ডাউন ট্রেণে অরঙ্গাবাদের বিশিষ্ট ব্যবসায়ী শ্রীবলরাম দাসের জনৈক কর্মচারী মাল খরিদ করার উদ্দেশ্যে ১০ হাজার টাকা লইয়া কলিকাতা রওনা হন। উক্ত কর্মচারী টাকার ব্যাগটি মাথার নীচে রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়েন। তিনি বাজারসহ ষ্টেশনে ব্যাগ অনুসন্ধান করিয়া দেখেন যে, উহা কাটা এবং টাকা নাই। আর এক কামরা হইতে ধুলিয়ানের বিশ্বনাথ দাস নামে এক ব্যবসায়ীর এক হাজার টাকা এই ভাবেই চুরি হয়।

এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে ৩৩২নং ডাউন ট্রেণেই দহড়পাড়ের একজন পাট ব্যবসায়ীর চৌরীগাছা ষ্টেশনে সাত হাজার টাকা চুরি যায়। ধুলিয়ানের এক বস্ত্র ব্যবসায়ীর ৭০০ টাকা, অরঙ্গাবাদের এক ব্যবসায়ীর ৫০০ টাকা চুরি হইয়াছে। ফরাক্কা ব্যারেজের জনৈক কর্মচারীর মূল্যবান হাতঘড়ি হাত হইতে ছিনাইয়া লওয়া হইয়াছে। চিরুটী, বাজারসহ, চৌরীগাছা ও সালার এই কয়টি ষ্টেশনের মধ্যে এই জাতীয় চুরি প্রায়ই সংঘটিত হইতেছে বলিয়া জানা গিয়াছে।

নূতন মুন্সেফ বাবু

জঙ্গিপুর মুন্সেফী আদালতের দ্বিতীয় কোর্টের মুন্সেফ শ্রীনিখিলনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয় অন্যত্র বদলী হওয়ায় তাঁহার স্থানে শ্রীখগেন্দ্রনাথ মুখার্জী মহাশয় কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছেন। আমরা নবাগত মুন্সেফ বাবুকে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি।

নৌকাডুবিতে মর্ম্মান্তিক মৃত্যু

গত ১লা শ্রাবণ শুক্রবার বেলা আন্দাজ পৌনে দশ ঘটিকার সময় রঘুনাথগঞ্জ সদর ফেরীঘাটে জঙ্গিপুর হইতে রঘুনাথগঞ্জ অভিমুখে আসিবার সময় দুইখানি ডিঙ্গী নৌকায় ঠোকাঠুকি লাগে। উহার ফলে নৌকা দুইখানি ডুবিয়া যায় এবং আরোহীগণ নদীগর্ভে জলমগ্ন হয়। কাঁকুড়িয়ার (বর্ত্তমানে রঘুনাথগঞ্জের) শ্রীমণিমোহন চৌধুরী মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ শ্রীকুমার জয়রামপুর মিউনিসিপ্যাল প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করিয়া বাড়ী ফিরিবার সময় ঐ দুইখানি নৌকার একখানিতে চাপিয়াছিল। নৌকাডুবির সংবাদ পাওয়ামাত্র জঙ্গিপুরের কয়েকজন সাহসী যুবক জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আরোহিগণকে উদ্ধারের চেষ্টা করে। কয়েকজন নৌকা লইয়া অগ্রসর হইয়া একে একে সকলকে জল হইতে উঠাইতে সমর্থ হয়। বহু খোঁজাখোঁজি করিয়াও শ্রীকুমারের তল্লাস পাওয়া যায় না। দুইদিন পর সাহাজাদপুর ঘাটে তাহার শবদেহ ভাসিয়া উঠে। মাত্র সাড়ে চারি মাস পূর্ব্বে তাহার বিবাহ হইয়াছিল। তাহার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে পিতামাতা, স্ত্রী, দাদা, দিদিরা ও আত্মীয়স্বজন প্রত্যেকেই গভীর শোকে মুহ্যমান। পিতামাতা ও স্ত্রীকে সান্ত্বনা দিবার ভাষা খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ভগবান তাঁহাদের শোকে সান্ত্বনা দান করুন।

জঙ্গিপুর মিউনিসিপ্যাল এলাকার প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহের শিক্ষক ও ছাত্রছাত্রীগণ গত ২রা শ্রাবণ শনিবার নিজ নিজ বিদ্যালয়ে মিলিত হইয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শ্রীশ্রীকুমার চৌধুরীর অকালমৃত্যুর জন্য দুই মিনিটকাল নীরবে দণ্ডায়মান হইয়া পরলোকগত আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন এবং বিদ্যালয় বন্ধ রাখেন।

বিশ্বস্ততার প্রতীক

গত আশী বছর ধরে জবাকুসুম কেশ তৈল প্রস্তুতকারক হিসাবে সি, কে, সেনের নাম সবাই জানেন তাই খাঁটী আমলা তেল কিনতে হলে সি, কে, সেনের আমলা তেল কিনতে ভুলবেন না। সি, কে, সেনের আমলা তেল কেশবর্দ্ধক ও স্নায়ু স্নিগ্ধকর

সি, কে, সেনের

আমলা কেশ

সি, কে, সেন এণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ
জবাকুসুম হাউস, কলিকাতা-১২

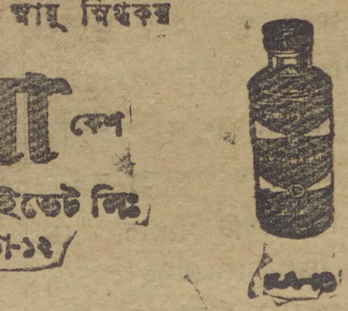

সারিবাদ্যাসব

এর প্রতি ফোঁটাই আপনার রক্তের বিশুদ্ধতা আনবে এবং দেহে নূতন শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করবে।

ঢাকা আয়ুর্ব্বেদীয় ফার্ম্মেসী লিঃ ও
সাধনা ঔষধালয়ের প্রস্তুত

যাবতীয় কবিরাজী ঔষধ কোম্পানীর দামে আমাদের এখানে পাবেন।

এজেণ্ট—শ্রীননীগোপাল সেন, কবিরাজ
অন্নপূর্ণা ফার্ম্মেসী। রঘুনাথগঞ্জ (সদরঘাট)

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত-প্রেসে—শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত কর্ত্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

প্রাথমিক, মধ্য, উচ্চ এবং বহুমুখী বিদ্যালয়ের যাবতীয় ফরম, রেজিষ্টার, গ্লোব, ম্যাপ, ব্লাকবোর্ড এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ও অঞ্চল পঞ্চায়েৎ, গ্রাম পঞ্চায়েৎ, ইউনিয়ন বোর্ড, বেঞ্চ, কোর্ট, দাতব্য চিকিৎসালয়, কো-অপারেটিভ রুরাল সোসাইটী, ব্যাঙ্কের যাবতীয় ফরম ও রেজিষ্টার ইত্যাদি

সর্বদা সুলভ মূল্যে বিক্রয় হয়

রবার ষ্ট্যাম্প অর্ডারমত যথাসময়ে ডেলিভারী দেওয়া হয়

আর্ট ইউনিয়ন

সিটি সেলস অফিস
৮০/৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলি-৯
টেলি: 'আর্ট ইউনিয়ন' কলি:

সেলস অফিস ও শোরুম
৮০।১৫, গ্রে ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬
ফোন: ৫৫-৪৩৬৬

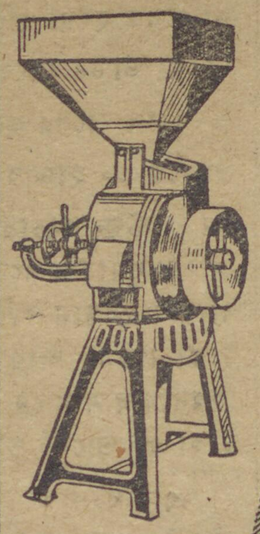

★আই,সি,আই পেইন্ট
★মেদিনীপুরের ভাল মাদুর
★যাবতীয় ঘানি, হলার ও ধান কলের পার্টস্
★ইমারতের যাবতীয় সরঞ্জাম।

বিক্রেতা:-

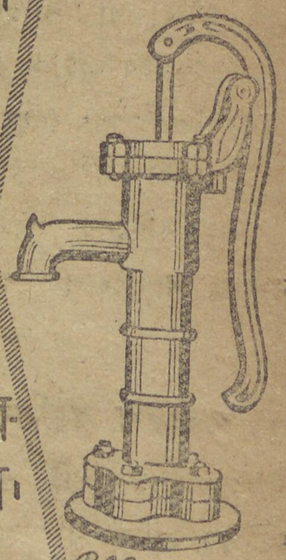

কুণ্ডু হার্ডওয়ার ষ্টোর্স
খাগড়া মুর্শিদাবাদ

জাঙ্গিপুর সংবাদ সাপ্তাহিক সংবাদপত্র।

বার্ষিক মূল্য ২·২৫ নঃ পঃ অগ্রিম দেয়, নগদ মূল্য ·৬ নঃ পঃ।

বিজ্ঞাপনের হার—প্রতিবার প্রতি লাইন ৫০ নঃ পঃ। দুই টাকার কমে কোন বিজ্ঞাপন ছাপান হয় না। স্থায়ী বিজ্ঞাপনের জন্য পত্র লিখুন। ইংরাজী বিজ্ঞাপনের দর বাংলার দ্বিগুণ।

শ্রীবিনয়কুমার পণ্ডিত, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ)